21

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের কাজ সমাপ্তির পথে ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কুদরত-ই খোদা কমিশনের আলোকে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের কাজ শিগগির শেষ হবে।

বাসস জানায়, গতকাল বুধবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭-এর সমাপনী দিবসে আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে এই নতুন নীতি রাষ্ট্রীয় দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিনাতুন নেছা তালুকদার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সাদাত হোসেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি ছাড়া কোন পর্যায়ে উন্নতি করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য তার সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৯শ' ৯২ কোটি ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ গত বছরের তুলনায় ৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেশি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানোর জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, সাতজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি এরই মধ্যে সে কাজ সম্পন্ন করেছে।

তিনি বলেন, একটি কমিটি কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের আওতায় আনার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ৪শ' ৬০টি থানায় মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান এবং তাদের বেতন মওকুফের বিষয়টি সরকার গ্রহণ করেছে।

শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সময়ের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

পরে প্রধানমন্ত্রী ১শ' ১৯ জন ছাত্র, শিক্ষক, গণশিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা ও স্কুলকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য তাদের এই পুরস্কার দেয়া হয়।